



জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য

জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ এর জন্য বেসিসের প্রস্তাব

মূল্য সযোজন কর (মূসক) প্রস্তাবঃ

প্রস্তাবনা-১:

বর্তমানে মূসক অব্যাহতির তালিকায় আমদানী ও উৎপাদন পর্যায়ে Software মূসক মওকুফের আওতায় আছে [সূত্র: এসআরও নং ১৯৯/২০১০/৫৪৮- মূসক, টেবিল-২]

আপাতদৃষ্টিতে উল্লেখিত এসআরও অনুযায়ী যদিও Software মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত, তথাপি যেহেতু বর্তমানে এই মওকুফের বিষয়টি পণ্য বা Goods এর আওতায় উল্লেখিত টেবিল-২) সেহেতু সিডি বা অন্য কোন Storage Device-এ সংরক্ষিত Software ছাড়া এই সুবিধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে। [Heading No. 85.23, HS Code:85.23, HS Code: 8523.29.12, সংযুক্তি-৩]

Software প্রধানত সেবা (Service) ব্যবসা হিসেবে সর্বত্র বিবেচিত। সফটওয়্যারকে একটি দৃশ্যমান পণ্যের (Tangible Goods) পরিবর্তে সেবা হিসেবে বিবেচনা করাই সমীচীন ও যথার্থ। তাছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে সফটওয়্যার এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা Intangible বিভিন্ন মিডিয়া ও ফরম্যাটে প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হচ্ছে, যেমন-অনলাইন ফাইল ট্রান্সফার, অনলাইন হোস্টিং ইত্যাদি।

Software and ITES* এর জন্য একটি নতুন সার্ভিস কোড ও এর আওতায় সেবাসমূহের জন্য প্রযোজ্য করা

ক) Software and ITES এর জন্য একটি নতুন সার্ভিস কোড ঘোষণা করা হোক যা Software and ITES প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাদের মূসক তালিকাভুক্ত/নিবন্ধনের সময় ব্যবহার করতে পারে। (এখানে উল্লেখ্য, যথার্থ Service Code প্রযোজ্য না থাকায় বর্তমানে কোম্পানীসমূহ ভ্যাট নিবন্ধন এবং এ সম্পর্কিত তাদের বাণিজ্যিক দলিলাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারছে না।)

খ) একইসাথে বর্তমানে প্রচলিত Software -এর জন্য মূসক মওকুফ এর বিষয়টি যা স্টোরেজ সফটওয়্যার পণ্যসমূহের জন্য উল্লেখিত, তা প্রস্তাবিত নতুন সার্ভিস কোডের আওতায় সেবাসমূহের জন্য প্রযোজ্য করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।



প্রস্তাবনা-২:

ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ১৫% মূসক প্রত্যাহারঃ

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর ১৫% মূসক ধার্য থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। ইন্টারনেট-এর এই উচ্চমূল্য কমাতে অবিলম্বে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ধার্য ১৫% মূসক প্রত্যাহার করা অতীব জরুরী।

বর্তমান সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে বর্তমানে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য বেসিস প্রস্তাব করছে।

প্রস্তাবনা-৩:

ই-কমার্স ভিত্তিক পণ্য ও সেবা লেনদেন ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ই-কমার্স উৎসাহিত করতে ই-কমার্স ভিত্তিক পণ্য ও সেবা লেনদেন ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে ই-কমার্স বিস্তারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অনলাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটা, ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রচলন ইত্যাদি। তবে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা মনে করছেন যে, ই-কমার্সের দ্রুত বিস্তারের জন্য কিছু মূসক অব্যাহতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ক) প্রাথমিকভাবে আগামী ৩-৫ বছরের জন্য ই-কমার্সের সকল লেনদেনের ওপর থেকে খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হচ্ছে।